দ্য টাইম ট্রাভেলার

'আপনার মতো একজনকে আমি চিনতাম,' আমাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলল জর্জ। ভালো-মন্দ কিছু খেয়ে আমরা কাফে দে মদিস্তেরের লবিতে বসে গল্প করছিলাম।

'মানে?' ভুরু কুঁচকে গেল আমার। 'আমার মতো আর কেউ নেই।'

'না, না,' দ্রুত বলে উঠল জর্জ, 'সে অবশ্য আপনার মতো লিখতে পারে না। কেউই পারে না। কারণ তার লেখায় তবু কিছু মান আছে। সে এখনো লেখে, মানে লিখত, বছর কয়েক আগে মারা গেছে সে, চলে গেছে লেখকদের প্রায়শ্চিত্ত করার জায়গায় যেখানে লেখার ইচ্ছে জাগে অহরহ, অথচ কোনো টাইপ-রাইটার বা কাগজ নেই।'

'প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধির বিষয়টি আমি স্বীকার করছি, জর্জ,' কঠিন গলায় বললাম আমি। 'কারণ প্রায়শ্চিত্তটা ব্যক্তিগতভাবে তুমি নিজেও করে থাক। কিন্তু এ লেখকের ব্যাপারে আমার কথা মনে হল কেন তোমার?'

'আপনাদের দু'জনের মিল আমি খুঁজে পেয়েছি আমার অন্তর্চক্ষুতে, ওল্ড ফ্রেন্ড, মানে, আপনি যেমন বিশ্বব্যাপী খ্যাতি এবং যশ অর্জন করেছেন, সে ওসব পেয়েও প্রশংসার কাঙাল ছিল। আর সারাক্ষণ অনুযোগ করত।'

আবার ভুরু কোঁচকালাম। 'কেউ আমার প্রশংসা না করলেও আমি অভিযোগ বা অনুযোগ করি না।'

'করেন না? এই তো কিছুক্ষণ আগেও একঘেয়ে লাঞ্চ খাওয়ার সময় শুনলাম ঠিকমতো ডেজার্ট দেয়া হয়নি বলে অভিযোগের সুরে বিড়বিড় করছিলেন।'

'জর্জ, তুমি ভালো করেই জান আমি সম্প্রতি পড়া কতকগুলো রিভিউ নিয়ে কথা বলছিলাম, রিভিউগুলো লিখেছে কতকগুলো ছোটমনের, ঈর্ষাকাতর অপ লেখক—'

www.banglainternet.com

'অপ লেখকটা কী জিনিস ?'

'ব্যর্থ লেখক বা বলতে পার সমালোচক।'

'আপনার কথা শুনে মনে পড়ে গেল আমার পুরনো বন্ধু, যে এখন আমাদের সঙ্গে নেই, সেই ফর্টেস্কু কোয়াকেনব্রেন ক্লাবের কথা।'

'ফর্টেস্কু কোয়াকেনব্রেন ক্লাব ?' অবাক গলায় প্রতিধ্বনি করলাম নামটা।

'হ্যাঁ, বুড়ো কোয়াকব্রেন, এ নামেই ডাকতাম তাকে।'

'আর সে তোমাকে কী নামে ডাকত ?'

'বিভিন্ন নামে। তবে মনে পড়ছে না এখন।' বলল জর্জ। 'তরুণ বয়স থেকে আমরা বন্ধু ছিলাম, একই হাইস্কুলে পড়ার সুবাদে। আমার চেয়ে কয়েক ক্লাস ওপরে পড়ত সে। তবে পরিচয় গড়ে ওঠে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং-এ।'

'সত্যি, জর্জ ? তবে আমি কিন্তু কখনো তোমার হাইস্কুলের পড়াশোনা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিনি।'

'আমরা পড়তাম অ্যারন বার হাইস্কুলে, আমি আর বুড়ো কোয়াকব্রেন। একসঙ্গে বহুবার স্কুল প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে গান গেয়েছি, স্মৃতিচারণ করার সময় গাল বেয়ে টপটপ করে পানি পড়ত। আহা! হাই-স্কুলের সেই স্বর্ণময় দিনগুলো!'

তারপর হেঁড়ে গলায় গান ধরল জর্জ:

"হোয়েন দ্য সান শাইনস অন আওয়ার হাইস্কুল
উইথ ইটস গোল্ডেন হিউ ;
দেয়ার, অ্যাবাভ আওয়ার লাভড ওল্ড সেসপুল
ওয়েভস দ্য ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু।"

'ওল্ড সেসপুল ?' জানতে চাইলাম আমি।

'ভালোবাসার নাম। ইয়েলকে যেমন ডাকা হয় 'ওল্ড এলি' নামে, মিসিসিপি ইউনিভার্সিটিকে যেমন ভালোবেসে লোকে 'ওল্ মিস' বলে, তেমনি অ্যারন বার হাইস্কুলকে—'

'ওল্ড সেসপুল বলা হতো।'

'ঠিক ধরেছেন।'

'আর 'ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু'র ব্যাপারটা কী ?'

www.banglainternet.com

'আমাদের স্কুলঘরের রং,' জবাব দিল জর্জ। 'আমার ধারণা আপনি স্কুলের চেয়ে ফর্টেস্কু কোয়াকেনব্রেন ফ্লাবের গল্প শুনতে বেশি ইচ্ছুক।'

'আচ্ছা, শোনাও তাহলে।' বললাম আমি।

ফর্টেস্কু কোয়াকেনব্রেন ফ্লাব [বলল জর্জ] সাধারণ, মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার সুখী একজন মানুষ ছিল, অন্তত সুখী হওয়াই তার উচিত ছিল, কারণ একজন মানুষের যা যা চাহিদা থাকতে পারে তার সব কিছুই পেয়ে যায় সে।

সফল লেখক হিসেবে দীর্ঘ ক্যারিয়ার তার। তার সবগুলো বই ভালো বিক্রি হয়েছে, পেয়েছে জনপ্রিয়তা, এমনকি অপলেখক, যারা নিজেদেরকে সমালোচক বলে দাবি করে তারাও তার বইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

আপনার চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারছি, ওল্ডম্যান, আপনি আমার কাছে জানতে চাইছেন কিভাবে একজন মানুষ লেখক হিসেবে সফল হতে পারে এবং ফর্টেস্কু কোয়াকব্রেন ফ্লাব-এর মতো নাম কামানো সম্ভব— এ রহস্য আপনার এখনো সম্পূর্ণ অজানা। জবাবে বলতে পারতাম এ আপনার আত্ম-বিশ্লেষণ-এর প্রমাণ, তবে বলব না, কারণ এর অন্য ব্যাখ্যা আছে। অন্যান্য অনেক লেখকের মতো, যাদের ন্যূনতম সংবেদনশীলতা রয়েছে, তাদের মতো বুড়ো কোয়াকব্রেনও ছদ্মনাম ব্যবহার করত। স্বল্প আয়ে জীবনধারণে অভ্যস্থ অন্যান্য লেখকদের মতো সেও কাউকে জানতে দিত না কিভাবে তার দিন চলে। আমি জানি আপনি নিজের নামে লেখেন। তবে এজন্যে কোনো লজ্জাবোধও লক্ষ করি না আপনার মধ্যে।

কোয়াকব্রেনের ছদ্মনাম শুনলেই আপনি তাকে চিনে ফেলবেন, কিন্তু সে আমাকে কসম খাইয়ে বলেছে মৃত্যুর পরে টাইপরাইটারহীন প্রায়শ্চিত্তের জগতে চলে গেলেও আমি যেন তার নামটা গোপন রাখি। কাজেই ওর প্রতি আমাকে সম্মান জানাতেই হবে।

তবে এত কিছু পাবার পরেও কোয়াকব্রেনের মনে সুখ ছিল না।

আমাদের স্কুলের এক বার্ষিক অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সে বলল, 'জর্জ, এত টাকা পেয়ে লাভ কি? আমার নাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে তাতেই বা লাভ কি ? সামগ্রিকভাবে গুরুত্ব পেয়েই বা কি লাভ আছে ?'

'কোয়াকব্রেন,' গম্ভীর গলায় বললাম আমি, 'এ সবেরই লাভ আছে।'

'ফুঃ,' বলল সে, 'জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ সবের লাভ থাকতে পারে। কিন্তু এসব অন্তর স্পর্শ করতে ব্যর্থ।'

www.banglainternet.com

'কেন ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কারণ,' বুকে থপ করে চাপড় মারল সে, 'কৈশোরকালের অবজ্ঞা আর অপমানের জ্বালাময় স্মৃতি এখনো আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায় যে অপমানের শোধ আর নেয়া সম্ভব হয়নি।'

অবাক হলাম আমি। 'তোমাকে কৈশোরকালে কেউ অপমান করেছে বলে তো মনে পড়ছে না!'

'অপমানিত হইনি আমি? ওল্ড চেসফুল নিজেই অপমান করেছে। অ্যারন বার হাইস্কুল অবজ্ঞা করেছিল আমাকে।'

'কিন্তু ঘটেছিল কী ?' জানতে চাইলাম আমি।

'সালটা ছিল ১৯৩৪,' শুরু করল ও, 'আমি তখন জুনিয়র ছাত্র। অদ্ভুত এক স্বর্গীয় প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হচ্ছি। কল্পনা করতাম একদিন বিরাট লেখক হয়ে গেছি। তাই বুড়ো ইউসিফ নিউবেরির স্পেশাল রাইটিং ক্লাসে নাম লিখিয়ে ফেললাম। ইউসিফ নিউবেরির কথা তোমার মনে আছে, জর্জ?'

'বুড়ো 'দাঁতখিঁচানো মুখ' নিউবেরির কথা বলছ ?'

'হ্যাঁ। ওই ব্যাটাই। সে বলত ক্লাসের মাঝ থেকে প্রতিভাদীপ্ত লেখকদের খুঁজে বের করবে এবং তাদেরকে একেকটি লেখকরত্নে পরিণত করবে যাতে তারা স্কুলের অর্ধবার্ষিক সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতা ভরিয়ে দিতে পারে। পত্রিকার কথা মনে আছে তো, জর্জ ?'

আমি শিউরে উঠলাম। কোয়াকব্রেন বলল, 'তোমার শিউরে ওঠার ধরন দেখেই বুঝতে পেরেছি মনে আছে। আমাদের প্রাথমিক যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্যে একটি রচনা লিখতে দেয়া হয়েছিল। পরিষ্কার মনে আছে প্রচুর আবেগ দিয়ে আমি বসন্ত-বন্দনা লিখেছিলাম।

'দাঁতখিঁচানো মুখ পরদিন ক্লাসে যখন আহ্বান করল কে কী লিখে এনেছে তা পড়ে শোনানোর জন্যে, সবার আগে হাত উঠে গেল মাথার ওপরে। সে আমাকে ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে লেখাটা পড়তে বলল। এক হাতে পাণ্ডুলিপিটা ধরে, মনে আছে, উত্তেজনায় তখন আমি রীতিমতো ঘামতে শুরু করেছি, আমার আবেগ-নির্ঝর লেখাটি পড়তে লাগলাম উচ্চস্বরে। আমি ধারণা করেছিলাম আমার পনেরো পৃষ্ঠার এ লেখা দারুণ উত্তেজনা জাগাবে দর্শকদের মধ্যে এবং পড়া শেষ করব প্রচুর হাততালি এবং প্রশংসাবাক্যের মাঝ দিয়ে। কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম। মাত্র দেড় পৃষ্ঠা এগিয়েছি, বাধা দিল নিউবেরি, "এটা," পরিষ্কার গলায় ঘোষণা করল সে,

www.banglainternet.com

"স্রেফ আবর্জনা ছাড়া কিছু নয়, জমির উর্বরা বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো কাজে লাগবে না।"

এ কথা শুনে ক্লাসের ছাত্রনামধারী মোসাহেবগুলো প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল আর আমি পড়া শেষ না করে নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়তে বাধ্য হলাম। ঘটনার শেষ ওখানেই নয়। তারপর থেকে সুযোগ পেলেই নিউবেরি আমাকে অপমান করত। আমি ওকে খুশি করার জন্যে কিছু লিখিনি, আর সে আমার ওপর তার আক্রোশ মেটাত জনসমক্ষে, বিশেষ করে ক্লাসের সবার সামনে, অত্যন্ত আনন্দের সাথে।

ওই টার্মে অবশেষে আমাদেরকে বলা হল গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ যে যা পারে তা লিখে জমা দিতে, অর্ধবার্ষিক সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।

আমি প্রচুর রস দিয়ে একটা হালকা প্রবন্ধ রচনা করলাম। এবং অবাক ও খুশি হয়ে দেখলাম নিউবেরি ওটা গ্রহণ করল।

স্বভাবতই নিউবেরিকে এ জন্যে ধন্যবাদ দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করি আমি। ক্লাস শেষে তার কাছে গিয়ে বললাম, 'স্যার, আমি সত্যি আনন্দিত যে আপনি অন্যান্যদের গতানুগতিক লেখার বাইরে আমার রচনাটি অর্ধবার্ষিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে গ্রহণ করেছেন।'

ভয়ানক অভদ্রভাবে হলুদ দাঁত বের করে, মুখ খিঁচিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'আমি এটা নিয়েছি এফ.কিউ.ক্লাব এ জন্যে যে, একমাত্র এটাই রস-রচনা হিসেবে জমা পড়েছে, যদিও এর মধ্যে রসের 'র'ও নেই। বাধ্য হয়ে এটা গ্রহণ করা হয়েছে। ক্লাব, আমি আর তোমাদের এ ক্লাস নেব না। কারণ আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

'তারপর থেকে সে আর সত্যি ক্লাস নেয়নি। এরপরে চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু আমি ওই অপমানের কথা আজো ভুলতে পারিনি। দাগটা এখনো দগদগ করছে, জর্জ, আমি এ দাগ কখনো মুছতে পারব না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু কোয়াকব্রেন, তুমি ভেবে দেখ ওই লোক যখন দেখেছে তুমি সাহিত্যিক হিসেবে নাম করেছ, প্রায় শীর্ষে তোমার অবস্থান, তখন নিশ্চয়ই সে ঈর্ষা ও হিংসার খোঁচায় জর্জরিত হয়েছে, যতটা অপমানের জ্বালা তুমি সইছ, তারচে' বেশি।'

'প্রায় শীর্ষ', বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ জানি না— বাট নেভার মাইন্ড। তুমি বোধহয় স্কুলের খোঁজ-খবর তেমন রাখ না। ওই শয়তানটা

www.banglainternet.com

আমি স্কুলে ভর্তি হবার পাঁচ বছর পরেই মারা যায়। কিন্তু ওই ব্যাটার ভোঁতা নাকে ঘুসি মেরে নাকটা আরো ভোঁতা করে দেয়ার সুযোগ পাইনি বলে হতাশায় এখনো ভুগছি আমি।'

'অদ্ভুত তো!' বিড়বিড় করলাম আমি।

'কিছু বললে?'

'না, না। কিছু না।'

আমি আমার অন্য ভুবনের দুই সেন্টিমিটার লম্বা দানবের কথা ভাবছিলাম। সে থাকে কন্টিনিয়ামে যেখানকার কারিগরি দক্ষতা আমাদের চিন্তারও বাইরে, মনে হবে জাদু দেখছি।

আমি যখন অ্যাজাজেলকে স্মরণ করলাম তখন সে ঘুমাচ্ছিল। ওর ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে বসে রইলাম। অ্যাজাজেলের হাত আর লেজের নড়াচড়ায় মনে হল সম্ভবত স্বপ্ন দেখছে।

নড়াচড়ার মাত্রা প্রবল হয়ে উঠল, চোখ মেলে চাইল অ্যাজাজেল, লাফ মেরে উঠে বসল। 'যা ভেবেছি,' গুঙিয়ে উঠল ও (ওর চিৎকার হুইশলের মতো শোনায়)।

'তাহলে ওটা স্বপ্নই ছিল।'

'কিসের স্বপ্ন ও ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময়?'

'সুন্দরী জিব্বালকের সঙ্গে আমার অভিসার। এটা কি কখনো বাস্তবে রূপ নেবে না?' করুণ শোনাল অ্যাজাজেলের কণ্ঠ। 'সে অবশ্য লম্বায় তোমার সমান। তাই আমাকে সে সিরিয়াসভাবে নেয় না।'

'তুমি কি তোমার আকার বৃদ্ধি করতে পার না, হে সময়ের বিস্ময়?'

'অবশ্যই পারি,' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল সে, 'তাহলে আমার শরীর হয়ে যাবে পাতলা, ধোঁয়ার মতো, ওকে জড়িয়ে ধরলেও কিছু টের পাবে না। জানি না কেন, তবে সুন্দরী মেয়েরা স্পর্শ পেতে পছন্দ করে। সে যাক, এবার কী জন্যে এসেছ, আবর্জনার টুকরো?'

'টাইম ট্রাভেল, হে নক্ষত্রপুঞ্জে বিস্ময়।'

'টাইম ট্রাভেল,' খ্যাঁক করে উঠল অ্যাজাজেল। 'এ অসম্ভব।'

'সত্যি কি তাই? আমি পদার্থবিজ্ঞানী নই, মহান, তবে এ পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে ভ্রমণের কথা বলে থাকেন।'

'তারা তো হাবিজাবি কত কিছুই বলে, তবে তত্ত্বগতভাবে টাইম ট্রাভেল অসম্ভব ব্যাপার। এটার কথা ভুলে যাও।'

www.banglainternet.com

'বেশ,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম আমি, 'তার মানে বুড়ো কোয়াকব্রেনকে তার বাকি জীবনটা কাটাতে হবে অতীতের অপমান আর অবজ্ঞার প্রতিশোধ নিতে না পারার ব্যর্থ যন্ত্রণায়, ওর আর প্রতিশোধ নেয়া হবে না সেই ভিলেনের ওপর যে লোকটা তার প্রতিভার মূল্যায়ন করেনি।'

এ কথা শুনে অ্যাজাজেলের লালচে মুখটাতে তরমুজের মতো গোলাপি রঙ ধরল।

'অবজ্ঞা আর অপমান ?' বলল সে। 'প্রতিভার মূল্যায়ন না করা হলে একজন মানুষকে কতটা অপমান করা হয় তা আমার চেয়ে কে ভালো জানে? তোমার তাহলে এমন একজন বন্ধু আছে যে আমার মতো যন্ত্রণা সয়েছে।'

'কেউ,' সাবধানে শব্দ বাছাই করলাম আমি, 'তোমার মতো কি যন্ত্রণা সইতে পারে, ও শক্তিমান ? তবে আমার বন্ধুটি যন্ত্রণা সয়েছে এবং এখনো সইছে।'

'খুবই দুঃখের কথা। আর এখন সে অতীতে ফিরে গিয়ে তার প্রতিভার অবমূল্যায়ন করার অপমানের শোধ নিতে চাইছে, তাই তো ?'

'জি।'

'যাহোক, আমি মন অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারি।। তুমি যদি ওর এমন কোনো জিনিস আমাকে এনে দিতে পার, যা ওর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে সম্পর্কযুক্ত ছিল আমি তাহলে ওর মনের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার ঘটিয়ে দেব যে মনে হবে সে সত্যি অতীতে ফিরে গেছে তার সেই প্রাচীন অত্যাচারীর কাছে এবং শোধ নিতে তখন তার যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে।'

'দারুণ,' বললাম আমি। 'এই যে দশ ডলার রাখ। ওর কাছ থেকে নিয়েছিলাম। এ টাকাটা ওর ওয়ালেটে মাসখানেক ধরে ছিল।'

মাসখানেক পরে দেখা করলাম কোয়াকব্রেনের সঙ্গে। আমাকে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল ও।

'জর্জ,' বলল সে, 'কাল রাতে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছি আমি। অবশ্য ওটা স্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে গেলে পাগল হয়ে যাব। সব কিছু এমন বাস্তব লাগছিল জান, আমি চল্লিশ বছর পেছনে ফিরে গিয়েছিলাম ?'

'অতীতে ফিরে যাওয়া, অ্যাঁ।'

'ঠিক তাই, জর্জ। মনে হচ্ছিল আমি যেন একজন টাইম ট্রাভেলার।'

www.banglainternet.com

'ঘটনাটা শুনি তো, কোয়াকব্রেন।'

'স্বপ্নে দেখলাম ফিরে গেছি ওল্ড সেসপুলে। মানে আমাদের স্কুলে। দেখলাম সেই পুরনো দালান। করিডোর ধরে হাঁটছি, চোখ বোলাচ্ছি শ্রেণীকক্ষের ওপরে, ছাত্ররা ক্লাস করছে। বুলেটিন বোর্ডে লেখা নোটিশ পড়লাম। স্কুল পেপারের লেটেস্ট এডিশনের ওপরে চোখ বুলালাম। কেউ আমাকে লক্ষ করেনি। যেন আমার অস্তিত্ব বলে কিছু নেই। এখন বুঝতে পারলাম বর্তমান সময় থেকে আমি চল্লিশ বছর আগের সময়ে চলে এসেছি। হঠাৎ মনে পড়ল বিল্ডিং-এর কোথাও আছে ইউসিফ নিউবেরি। বেঁচে রয়েছে। মনে পড়ল একটা উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে আমাকে ওল্ড সেসপুলে নিয়ে আসা হয়েছে। আমার হাতে একটা ব্রিফকেস ছিল। খুলে দেখলাম। ভেতরের জিনিসপত্র দেখে খুশি হয়ে উঠল মন। যাবতীয় প্রমাণপত্র রয়েছে আমার সঙ্গে।'

'সিঁড়ি ভেঙে তিন তলায় চলে এলাম, এখানেই লোকটার অফিস থাকার কথা। ওর অফিসের কথা তোমার মনে আছে জর্জ, পুরনো বই থেকে কেমন একটা বিটকেল গন্ধ আসত। চল্লিশ বছর পরেও, থুড়ি, এখনো মানে চল্লিশ বছর আগের সময়ে ফিরে গিয়েও লক্ষ্য করলাম গন্ধটা লেগে আছে ওর ঘরে। বুড়ো দাঁতখিচানো মুখে ক্লাস করতে গেছে কি না ভেবে চিন্তা হল। কিন্তু না, আমার স্বপ্ন একেবারে ঠিক সময়ে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। দেখলাম খাতায় নম্বর দিচ্ছে ও। ঘরে ঢুকতেই আমার দিকে চোখ তুলে চাইল সে। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে?'

আমি বললাম, 'চমকের জন্যে প্রস্তুত হোন ইউসিফ নিউবেরি। কারণ আমি ফর্টেস্কু কোয়াকব্রেন ফ্লাব।'

ভুরু কুঁচকে গেল তার। 'তার মানে আপনি সেই গাধাটার বুড়ো বাপ যে অকর্মার ধাড়িটা গত বছর আমার ক্লাসে ছিল?'

'না, আমি অকর্মার ধাড়িটার বুড়ো বাপ নই। সাবধান, নিউবেরি, আমি স্বয়ং সেই অকর্মার ধাড়ি। চল্লিশ বছর আগের সময় থেকে চলে এসেছি আপনার মুখোমুখি হবার জন্যে, কাপুরুষ অত্যাচারী কোথাকার!'

'চল্লিশ বছর আগের সময় থেকে, অ্যাঁ? সময় বদলালেও তুমি একটুও বদলাওনি দেখছি। গাধা কোথাকার।'

'নিউবেরি।' গর্জে উঠলাম আমি। 'শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হোন। আপনি জানেন এই চল্লিশ বছরে আমি কী হয়েছি?'

'জানি,' শান্ত গলায় বলল সে, 'তুমি হয়েছ একটা বুড়ো ভাম।'

www.banglainternet.com

'আমি এখন আমেরিকার এক বিখ্যাত লেখক, ইউসিফ নিউবেরি। আপনাকে দেখানোর জন্যে আমি "হু ইজ হু ইন আমেরিকা"র একটা কপি নিয়ে এসেছি। এতে আমার নাম উঠেছে। আমার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা কতগুলো পড়ে দেখুন। লক্ষ করুন আমার লেটেস্ট বইয়ের নামে কী রকম রিভিউ বেরিয়েছে। বিশেষ করে আমার অসাধারণ লেখনিশক্তি সম্পর্কে কে কী বলেছে তা ভালোভাবে পড়ুন। এই যে "নিউইয়র্কার" পত্রিকার একখানা কপি নিয়ে এসেছি। এতে আমার প্রোফাইল বেরিয়েছে। এখন, ইউসিফ নিউবেরি, মনে করে দেখুন গত বছর আপনার ক্লাসে আমার নামে কী সব আজেবাজে কথা বলেছিলেন। আপনার এখন নিশ্চয়ই লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসছে, ইউসিফ নিউবেরি!'

'মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি!' বলল নিউবেরি।

'হয়তো স্বপ্ন,' বললাম আমি। 'তবে স্বপ্ন হলেও এটা আমার স্বপ্ন, আর আমি এসেছি আপনাকে সেই সত্য প্রমাণ করতে যে আজ থেকে চল্লিশ বছর বাদে কী ঘটবে। অনুতাপে এখন আপনার মাথা হেঁট হয়ে আসছে না, ইউসিফ নিউবেরি?'

'না,' জবাব দিল নিউবেরি। 'ভবিষ্যতে কী ঘটবে সেজন্যে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি শুধু এটুকু বলব গত বছর আমার ক্লাসে তুমি যা লিখেছিলে তা আজ থেকে শুধু চল্লিশ বছর নয় সারাজীবনই আবর্জনা হিসেবে পরিগণিত হবে। এখন চোখের সামনে থেকে দূর হও। আমাকে কাজ করতে দাও।'

'ব্যস, তারপর ঘুম ভেঙে গেল। তোমার কী মনে হয়, জর্জ?'

'দারুণ বাস্তব মনে হয়েছে।'

'তা তো অবশ্যই। তবে কথা সেটা নয়। তুমি ভাবতে পার আমার বিখ্যাত হবার কথা শোনার পরেও লোকটা তার জায়গা থেকে একচুল নড়েনি। তার মধ্যে কোনো লজ্জাবোধ ছিল না। কোনো হতাশা লক্ষ করিনি। এখনো সে নিজের সিদ্ধান্তে স্থির যে আমার ওই লেখাটা আবর্জনা ছাড়া কিছু নয়। এবং এ বিশ্বাস থেকে তাকে সামান্যতম টলাতে পারিনি। আমার মনটা ভেঙে গেছে, জর্জ। এ ভাঙা মন আর কোনোদিন জোড়া লাগবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে চলে গেল ও। জীবনের শেষ দিনটা পর্যন্ত কাটালো সে ওই হতাশা নিয়েই।

www.banglainternet.com

গল্প শেষ করে পাঁচ ডলারের নোটটা দিয়ে চোখ মুছল জর্জ। রুমাল ছিল। তবে এমন দুঃখে চোখ মুছতে টাকাটাই ওর কাছে শ্রেয়তর মনে হয়েছে। আমি বললাম, 'তোমার গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা আছে কি নেই তা তোমাকে জিজ্ঞেস করা বৃথা, জর্জ। তবে টাইম-ট্রাভেলের ব্যাপারটা আমার মোটেই বিশ্বাস হয়নি। অ্যাজাজেল ফ্লাবের মস্তিষ্কে একটা কল্পনা ঢুকিয়ে দিয়েছে, তুমিই বলেছ। সেক্ষেত্রে, ফ্লাবের পুরো নিয়ন্ত্রণ ছিল ওটার ওপর। কিংবা থাকা উচিত ছিল। তাহলে সে কেন ইউসিফ নিউবেরিকে তার পায়ের কাছে বসে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করল না?'

'এ প্রশ্নই আমি একবার সুযোগ বুঝে করেছিলাম অ্যাজাজেলকে,' জবাব দিল জর্জ। 'অ্যাজাজেল বলেছে বেচারি কোয়াকব্রেন, নিজের ব্যাপারে যতই তার পক্ষপাত থাকুক না কেন, একজন লেখক হিসেবে, অবচেতন মনেও সে জানত তার লেখা আসলে আবর্জনা ছাড়া কিছু নয় এবং নিউবেরি ঠিকই মন্তব্য করেছে। সততার কারণে ওই অবস্থার মুখোমুখিও তাকে হতে হয়েছে।'

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল জর্জ, তারপর যোগ করল, 'আমার ধারণা, সে আদৌ আপনার মতো নয়।'

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.banglainternet.com